রাজনীতিবিদগণ কি ভালোবাসার শত্রু

আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, আরো নির্দিষ্ট করে বললে দুই নেত্রী ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত। একজন আঁকড়ে থাকতে চান ক্ষমতা, অন্যজন যে কোনো উপায়ে হাতছাড়া সিংহাসন ফিরে পেতে চান। ওনাদের স্বার্থের লড়াইয়ে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার ভূলুণ্ঠিত। দুজনই ক্ষমতায় যখন থাকেন হরতালের বিরুদ্ধে বলেন, শেখ হাসিনাও আর হরতাল না করার ওয়াদা জাতিকে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধী দলে গেলেই একের পর এক হরতাল দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের শেষ মোহনায় এনে ঠেকাচ্ছেন। অবিবেচক নেতা-নেত্রীদের শুভবুদ্ধির উদয় কী কখনো হবে না?

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এই দিন পালনের প্রস্তুতি বিশ্বব্যাপী শুরু হয় থার্টিফার্স্টের পর থেকেই। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা দু'দশক ধরে ঘটা করে পালন করছে এই দিবস। অনেকে সারা বছর অপেক্ষা করে এই দিনে ভালোলাগার মানুষটিকে ভালোবাসার কথা জানাবে। ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দিনমান ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু গত বছরের মতো এ বছরও এই দিনে হরতাল ডেকে তরুণ-তরুণীদের আনন্দে ছাই দিয়ে দিল।

দুঃখ, দৈন্য আর অস্থিরতার এই দেশে মানুষের আনন্দ করার উপলক্ষ খুব একটা আসে না। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে উপলক্ষ করে তরুণ-তরুণীরা একটু আনন্দ করবে তাও সইল না রাজনীতিকদের। আওয়ামী লীগে এরকম কি কেউ নেই যিনি তরুণ সম্প্রদায়ের এই অনুভূতিটুকু বোঝাতে পারে? ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কী তরুণদের সমর্থন ওনাদের দরকার হবে না? নাকি রাজনীতিকগণ এখন অর্থনীতি, সাধারণ মানুষ এবং ভালোবাসার শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন?

রোজ, ওয়ারী, ঢাকা

মানুষ মুক্তি চায়

নষ্ট রাজনীতির অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শাহ এম এস কিবরিয়ার মতো মানুষকে প্রাণ দিতে হবে ভাবতে কষ্ট হয়। যখন শুনতে পেলাম ঘাতকের গ্রেনেডের আঘাতে প্রাণ হারালেন কিবরিয়া তখন অন্য ৮/১০ জনের মতো আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। ভিতরটা ছেয়ে যায় বিষণ্নতায়। একটি রাষ্ট্রে সরকার থাকবে, থাকবে বিরোধী দলও। ক্ষমতার উচ্চাসনে বসে মানুষ হত্যার উৎসাহিত করবে এ কেমন রাজনীতি? জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বোমা হামলা আর মানুষ হত্যা প্রতি দিনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যৌথ অভিযানের পর র‍্যাব, চিতা, কোবরার মতো বিশেষ বাহিনী গঠন করে সরকার কোনো প্রকার সাফল্য দেখাতে পারেনি, বরং সাধারণ মানুষ শঙ্কায় আক্রান্ত হয়েছে। এই অরাজক পরিস্থিতি থেকে মানুষ মুক্তি চায়।

Mamun, Post Box no-40381, Riyadh no-11499, K.S.A

হুমায়ূন আহমেদ এবং প্রতারণা

বইমেলায় গিয়ে চোখ বন্ধ করে 'হুমায়ূন আহমেদ'-এর বই 'তিন পুরুষ' ও 'ছেলেটি' কিনলাম। বাসায় ফিরে মাকে 'ছেলেটি' দিয়ে 'তিন পুরুষ' নিয়ে নিজে বসলাম। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর শক্তমতো ধাক্কা খেলাম। আগেই পড়া পড়া মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যা ভাবিনি তাই, পুরনো ৩টি উপন্যাসকে একত্র করে 'তিন পুরুষ' নামে এটি বাজারে, নতুন নাম কি নতুন অর্থ বহন করে না? তাহলে দেবী, ময়ূরাক্ষী নামগুলোর কি মৃত্যু হল? হুমায়ূন আহমেদের মতো জনপ্রিয় লেখককে এমন প্রতারণার আশ্রয় নিতে হল কেন? জবাব দেবেন কি?

দুপুর
সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা

দুর্নীতি দমন কমিশন লেখাটি পড়ুন

দিনমজুর আনোয়ার হোসেনের পুত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি স্কুল শিক্ষকরা। নির্বাচনী পরীক্ষায় মিজান ভালো ফল করেছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বোর্ডের কাছে মিজানের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে পুনঃনিরীক্ষার আবেদন জানায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে, বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর জালিয়াতির ঘটনা। চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ছাড়াই জিপিএ -৫ পেয়েছে মিজানুর রহমান। পত্র পত্রিকার কল্যাণে বরিশালের এ ঘটনার কথা দেশবাসীর অনেকেরই জানা। মিজানের পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের গোচরিভূত। মীমাংসিত ওই বিষয়ে আবার দৃষ্টি আকর্ষণের কথা বলছিনা। চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় যে অনিয়ম-দুর্নীতির কথা আমরা জানি, চাকরি প্রার্থীদের দরখাস্ত খাতা পুনঃনিরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে দুর্নীতি অনেকটা কমে যেতো, যোগ্য প্রার্থীরাই চাকরি পেতো। দেশের প্রচলিত বেতন কাঠামো এবং অন্যান্য বিবেচনায় সর্বপেক্ষা নিচের পদ এমএলএসএস। এখানেও দুর্নীতি। দরখাস্ত লিখতে পারে না এমন প্রার্থীরা মন্ত্রী-সচিবদের সুপারিশে চাকরি পেয়ে যায়। ডেকে নিয়ে চাকরিতে যোগদান করানো হয়। দু'মাস পরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সচিবরা কতো নিচে নামতে পারেন একজন চাকরি প্রার্থীর জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে কিছু ধারণা পেয়েছি। যারা এমএলএসএস পদের জন্যে প্রার্থী মন্ত্রী-সচিবরা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন এটা কখনো মনে করি না। কিন্তু কোনো কারণে কোনো অযোগ্য প্রার্থীর পক্ষে সুপারিশ করা অন্য সব প্রার্থীর সঙ্গে প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে না? দুর্নীতি দমন কমিশন কি সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণসহ পেশকৃত প্রতারণার অভিযোগ তদন্ত করে দেখবেন? মিজানের খাতা যেমন পুনঃনিরীক্ষা করেছে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। আমাদের মনে হয় বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের এখতিয়ারে পড়ে এ জাতীয় অভিযোগ তদন্ত করে দেখলে দেশ ও জাতি দুর্নীতির রাহুগ্রাস হতে কিছুটা রেহাই পাবে।

আবদুল মকিম চৌধুরী
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

নির্যাতিত লক্ষ্মী

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ বরাবর প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। ২৬ নবেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় 'বাকপ্রতিবন্ধী লক্ষ্মী বিচার চাইবে কোথায়' প্রতিবেদনটি পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। কি নিদারুণ নিপীড়ন চলেছে লক্ষ্মীর ওপর! সত্যি প্রতিবেদনটি না পড়লে আমার জানাই হতো না আমাদের সভ্য সমাজে সভ্য মানুষের অন্তরালে কি কুৎসিত চরিত্র রয়েছে। প্রতিবন্ধী লক্ষ্মী ক্ষুধা নিবারণের জন্য দিনভর মায়ের পথপানে চেয়ে থাকে বাড়িতে বসে। তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে পাশের বাড়ির নরপিশাচ গোকুল ধর্ষণ করে যে জঘন্য কাজ করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পরিশেষে লক্ষ্মীর বিচারের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ আগ্রণী ভূমিকা নেবে এ প্রত্যাশা করে শেষ করছি।

সাথী, টুটপাড়া, খুলনা

গানে অশ্লীলতা কেন

তুই আমারে যাইতা ধরছ। আমি ধরি তোরে, রাত বারোটার পরে...'

আভিজাত্যের ফুটপাত দখল

ফুটপাত দখল! বিষয়টিতে কোনো নতুনত্ব নেই। হকার কর্তৃক দখল, কন্সট্রাকশন কাজে দখল, ব্যক্তিগত কাজে দখল, এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আমাদের দেশে। চোখে পড়ল অন্যরকম ফুটপাত দখলের ব্যাপারটি। আভিজাত্যের দখল। নতুন বাজার থেকে গুলশান ২ নং গামী রাস্তাটি অন্যতম ব্যস্ত একটি রাস্তা, দুপাশে প্রশস্ত ফুপপাত যার ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম নয়। উল্লেখ্য, এ রাস্তার একপাশে আমেরিকান ও কানাডিয়ান অ্যাম্বাসির অবস্থান পাশাপাশি। ব্যতিক্রম হল, কড়া নিরাপত্তার নিরিখে পুলিশ, বিডি আর ও র‍্যাবের অবস্থান এতদসঙ্গে সিকিউরিটি গার্ড এর ২৪ ঘন্টা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রশস্ত এ ফুটপাথটির পুরো অংশই দখল করা হয়েছে আমেরিকান অ্যাম্বাসির নিরাপত্তার নামে। কিন্তু তাদের গা ঘেঁষা কানাডিয়ান অ্যাম্বাসিও রাস্তার বিপরীতে। কোরিয়ান অ্যাম্বাসির সামনের অংশের ফুটপাথ তার স্বৈচিত্র্যে বিদ্যমান। ফুটপাত দখলের দরুন পধচারীদের চলাচল করতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যস্ততম এ রাস্তার মাঝ বরাবর। এ দখলকে সুধী সমাজ কি বলে আখ্যা দেবেন?

মোঃ রাজীব-আল-শামস্
প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, E-mail:boob-ka@yahoo.com

ইত্যাদি ইত্যাদি।- গানের কলিগুলো বাংলাদেশের একজন শিল্পীর অডিও ক্যাসেট থেকে নেওয়া। আমার রুমমেট বন্ধু সম্প্রতি বাংলাদেশী দোকান থেকে কিনে এনেছে। ক্যাসেটের গানগুলো শুনে কিছুটা মর্মাহত হই। ক্যাসেটের সব গানগুলোতেই অশ্লীলতার ছোঁয়া। গান আনন্দের জন্য, আর সেই গান যদি হয় অশ্লীল বাক্যে ভরপুর তাহলে সেই গান শোনার সার্থকতা কি? পরিবারের সবার সামনেই বা কিভাবে শুনব এই গান? আমার সন্তানটি যদি এই অশ্লীল বাক্যের অর্থ জানতে চায়, তখন কি উত্তর দেবো? এই অশ্লীল গানের জন্য আমি গানের শিল্পীকে দোষ দিয়ে তার প্রতিভাকে ছোট করতে চাই না। যারা গানের কথাগুলি লেখেন তাদেরকে অনুরোধ করব অশ্লীল নয় এন কিছু গান লিখুন যেই গান মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে। যেমন পুরনো দিনের গানগুলো আজো সবার হৃদয় দখল করে আছে। সচেতন মানুষের নীরব প্রতিবাদে যেমন করে চলচ্চিত্র থেকে অশ্লীলতা দূরে হতে চলছে, তেমনি অচিরেই গান থেকেও অশ্লীল বাক্য দূর হবে এবং শ্রোতারা উপহার পাবে ভালো কিছু গান এই প্রত্যাশা করছি।

Jahangir Alam Jahid, Acp
Metal finishing, Singapore

দৃষ্টি আকর্ষণ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল পিএইচডি

সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রিকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল/পিএইচডি ফেলোশিপ ও এম ফিল/পিএইসডি কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত কুড়িটি বিষয়ে পূর্ণকালীন গবেষক ভর্তির এবং ফেলোশিপের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি বিষয়ে মাত্র দুটি এমফিল এবং দু'টি বিষয়ে পিএইচডি পদ রয়েছে। প্রতি বিষয়ে দু'টির স্থলে আরো কয়েকটি বেশি পদ বাড়ানো যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত এমফিল কোর্সে ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যেখানে বলা হয়েছে (ঘ) স্নাতক (সম্মান)/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, সেখানে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার পোস্টিং বাংলাদেশের যে কোনো কলেজে দিতে পারে। এমনকি অনেককে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে কমার্শিয়াল কলেজগুলোতেও পোস্টিং দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের কিছুই করার থাকেনা। তাই এম, ফিল ভর্তির ব্যাপারে উল্লেখিত শর্তটি বিবেচনা করে সকল কলেজে শিক্ষকতার বিষয়টি ধরা যেতে পারে। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার, পুষ্পরাজ সাহা লেন, লালবাগ, ঢাকা

রেলওয়ের অবস্থা

রেলওয়ে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ সেবামূলক বাণিজ্যিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যোগাযোগের জন্য যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে রেলওয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সুবিধাজনক মাধ্যম। অ্যালেকট্রি (কয়লাচালিত ইঞ্জিন) সপ ও কনস্ট্রাকশন বন্ধ। শুধু রিপিয়ারিং দিয়ে কতটা উন্নতি করা যায়। তাছাড়া কাঁচামাল নেই, উন্নত যন্ত্রপাতি নেই। এ ছাড়া দখলদারদের কাছে লাখ লাখ একর জমি পড়ে আছে। আমলারা দুর্নীতি করে ১০০% সত্য, এটা সচেতন লোক মাত্রই জানে। এর জন্য প্রথম ও প্রধান দায়ী হলো রাজনীতিবিদরা। অতিরিক্ত পন্ডিত ব্যক্তিরা ভাবে রেলওয়েকে বিরাষ্ট্রীকরণ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখানে কি কোনো টাটা, বিড়লা আছে? আছে সব ফ্রড। এছাড়াও দিবালোকে যেখানে শত শত কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে পরিশোধ করছে না। সেখানে কি করে এতো বড় একটা প্রতিষ্ঠান (টুকরো টুকরো করে) ছেড়ে দেবে? এ যে দেখছি শিয়ালের হাতে মুরগি বর্গা। ব্রিটিশ সরকার আজ থেকে দুশ' বছর আগে যেভাবে রেলওয়েকে গড়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেটাকে উন্নত করা তো দূরের কথা, আজ রেলওয়ের এমন অবস্থা। যদি জর্জ স্টিফেনসন বেঁচে থাকতেন তবে তিনি সত্যই লজ্জা পেয়ে যেতেন। পাশের দেশ ভারতে রেলওয়ে দিন দিন উন্নতি করছে। আর উন্নত বিশ্বে তো কথাই নেই। পৃথিবীর মানচিত্রে দরিদ্র্যসীমার চরম নিচে যে কয়েকটি দেশ আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যেখানে সীমাহীন ব্যক্তিমালিকানা। এভাবে একে একে যদি সব সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, ১৪ কোটি মানুষের কি হবে? রেলওয়েকে বাঁচাতে হলে, স্বার্থপর, শিল্প পুঁজিপতি, সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ, অর্থলোলুপ এবং ধুরন্ধর আমলা এবং মুৎসুদ্দিসর্বস্ব স্লোগানধারীদের খপ্পর থেকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আদর্শ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে হবে। নইলে রেলওয়ের অবস্থা নিভু নিভু থেকেই যাবে। এতে আমাদের দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হবে তা কল্পনারও অতীত।

এন ইসলাম (নুরুল), শহীদ মোবারক আলী লেন, চাঁদনগর, সৈয়দপুর, নীলফামারী

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ **ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

ফাঁসির রায়

বিভিন্ন খুনের ঘটনায় দ্রুত বিচার আদালতে গত বেশ কিছু দিনে অনেক মামলাতেই আসামিদের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। কিন্তু এতে সন্ত্রাসীদের মনে যতটুকু ভীতি সঞ্চার হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। কারণ রায়গুলো কার্যকর হচ্ছে না। তাই নির্ভয়ে সন্ত্রাসীরা খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি করেই যাচ্ছে। অথচ খুনিদের ফাঁসি কার্যকর হলে অপরাধীদের মনে ভীতির সঞ্চার হতো এবং খুন কমে যেতো অবশ্যই। আর এসব ফাঁসির আসামিদের রক্ষণাবেক্ষণও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই এসব খুনিদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকর হয়ে যাওয়াই ভালো।

রাইয়ান মাহমুদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

টোকাই শিশুদের প্রতি

যে শিশু শ্রমিকরা টোকাই, পথে কাজ করছে, এতো অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, শুধু দুবেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য। এরপরও তাদের ওপর অন্যায়-ত্যাচার করা হচ্ছে। এই শিশু শ্রমিকরা সারা দিন নগরীর নর্দমা, ডাস্টবিন বিভিন্ন দোকান এবং কিছু কিছু সময় বাড়ির পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ করে থাকে। কথায় আছে- অভাবে স্বভাব নষ্ট। শিশুদের বেলায় কি এমনটি সাজে না? এরা বুঝতে পারে না কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। এরা কিছু না বুঝে মাঝে মাঝে বাড়ির টুকিটাকি জিনিস নিয়ে থাকে। হতে পারে এর মধ্যে এক জোড়া বাতিল সেন্ডেল, হতে পারে পরিত্যক্ত কোনো ভাঙা গ্লাস। আমরা যখন এই দৃশ্য দেখে ফেলি তখন এই টোকাই শিশুটিকে চোর বলি। একবারও চিন্তা করি না, এরা এসব না বুঝে করছে। আমরা কি করছি? আমরা বেদম উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করছি। এই কাজটি কি ঠিক হলো? মোটেই না! বরং আমরা এই টোকাই শিশুদের চেয়েও অনেক বড় বড় অপরাধ করছি। সেটা আমরা হিসাব রাখছি না। আমাদের উচিত বাতিল জিনিসগুলো গুছিয়ে তাদের হাতে তুলে দেয়া। এতে রিসাইকেল হবে, পরিবেশ দূষণ কমবে।

শামীম আহমেদ, মিরপুর, মুন্সিবাড়ী

'জয়ের বক্তব্য জানতে চাই' প্রসঙ্গে

'সাপ্তাহিক ২০০০' ২১ জানুয়ারি সংখ্যার পাঠক ফোরামে আরিফ সাহেবের লেখা 'জয়ের বক্তব্য জানতে চাই' লেখা প্রসঙ্গে বলছি। আমার ধারণা তিনি প্রতিদিন অন্তত একটি দৈনিক পত্রিকা আট টাকায় কিনে পড়েন না। হয়তো কোনো একদিন একটি পত্রিকা কোনোখানে পেয়ে তিনি পড়েছেন, তাতে তারেক রহমান জয়ের উদ্দেশে লেখার ব্যাপারটা ছিল। আর তা পড়েই তিনি নব্য বুদ্ধীজীবীর মতো তার ওপর ভিত্তি করে ভিত্তিহীন কিছু সস্তা কথাবার্তা ২০০০-এর পাঠক ফোরামে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি যদি নিয়মিত কোনো পত্রিকার পাঠক হতেন তা হলে তিনি নিশ্চয়ই জয়ের বক্তব্য জানতে পারতেন। তারেক রহমান ও তার স্ত্রীর অভিনন্দন বার্তা গ্রহণ না করার ব্যাপারে সাংবাদিকরা জয়কে প্রশ্ন করলে উত্তরে জয় বলেন, 'আমি জানতেও পারিনি যে আমাকে চিঠি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও আসা হয়নি।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমার আগমন উপলক্ষে যারা সারা রাত পোস্টার লাগিয়েছিল তাদের অন্তত ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানাতে যাওয়া লোকজনের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। সকালে লাঠি দিয়ে পেটাবেন আর বিকেলে চিঠি দেবেন-এর উদ্দেশ্যে কী?'- উল্লেখ্য 'সকালে লাঠি দিয়ে পেটাবেন আর বিকেলে চিঠি দেবেন-এর উদ্দেশ্য কী' - এই লাইন দু'টি প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠার, প্রথম কলামে 'উদ্ধৃতি'-তে ছেপেছিল। অতএব তারেক রহমানের চিঠির প্রসঙ্গে জয়ের উপরোক্ত বক্তব্যটা জাতীয় দৈনিক এবং প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর সংবাদের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ জানতে পেরেছেন অথচ চান্দগাঁর আরিফ সাহেব জানতে পারলেন না। দুঃখজনক!

সাইফুল ইসলাম, চেরাগী পাহাড়, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম